

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রীর জীবনবৃত্তান্ত

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু নেত্রকোণা জেলা শহরের এক সন্তুষ্ট মুসলিম পরিবারে ১৯৪৯ সালের ২২ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা বীর মুক্তিযোদ্ধা মহকুমা নূরুল ইসলাম খান (এন আই খান) এবং মাতা মরহুমা হেনা ইসলাম। তিনি নেত্রকোণা সরকারি কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তার স্থায়ী ঠিকানা- এন আই খান ভবন, মোক্তার পাড়া, নেত্রকোণা।

তিনি ১৯৬৪ সালে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে ছাত্রলীগ কর্মী হিসেবে কারাত্তোগ করেন। তিনি ১৯৬৬-৬৮ সাল পর্যন্ত নেত্রকোণা মহকুমা ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক, ১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত সাংগঠনিক সম্পাদক, ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত নেত্রকোণা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

তিনি ১৯৭১ সালে কম্পানী কম্বন্ডার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত নেত্রকোণা জেলা জাতীয় শ্রমিকলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৬ সালে সামরিক সরকারের জরুরি অবস্থাকালীন এক বৎসর কারাত্তোগ করেন। ১৯৯০ সালে স্বেরাচারবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদান করেন।

তিনি ১৯৯৭-২০০৪ সাল পর্যন্ত নেত্রকোণা জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক এবং ২০০৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত নেত্রকোণা জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ২০১৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামীলীগ সভাপতি শেখ হাসিনা কর্তৃক পুনরায় তিনি নেত্রকোণা জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে এখন পর্যন্ত স্বপদের দায়িত্বপালন করছেন। ২০০৫ সালে বিএনপি কর্তৃক তার বাড়িঘরে হামলা এবং পুলিশ নির্যাতন করা হয়।

তিনি নেত্রকোণা সদরের চালিশাস্ত্র হেনা ইসলাম মহাবিদ্যালয়, নেত্রকোণা সদরের রৌহা ইউনিয়নস্থ মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুর্ধুড়াস্ত্র কামরুনেছা আশরাফ প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রতিষ্ঠাতা এবং নেত্রকোণা পৌরসভাস্থ দি হলি চাইল্ড কিডার গার্টেন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, নেত্রকোণা পাবলিক লাইব্রেরি, নেত্রকোণা রাইফেলস ক্লাব এবং শিল্পকলা একাডেমির আজীবন-সদস্য।

তার পিতা বীর মুক্তিযোদ্ধা মহকুমা নূরুল ইসলাম খান (এন আই খান) ১৯৬৩ সালে পুনর্গঠিত আওয়ামীলীগের নেত্রকোণা মহকুমা আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে সম্মিলিত বিরোধীদল (কপ) এর আহবায়ক ছিলেন। ১৯৬৪ সালে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নেত্রকোণা পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। ১৯৭১ সালে ২৩ মার্চ নেত্রকোণা মুক্তারপাড়া মাঠে জয়বাংলা বাহিনী কর্তৃক সালাম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭১ সালে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের বাঘমারা ইউথ

ক্যাম্পের ক্যাম্প ইনচার্জ ছিলেন। তিনি ১৯৮০ সালে মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত নেত্রকোনা মহকুমা আওয়ামীলীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন।

জনাব খসরুর মাতা হেনা ইসলাম নেত্রকোনা মহকুমা আওয়ামীলীগের মহিলা সম্পাদিকা ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঘমারা রিফুজি ক্যাম্প স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে কাজ করেন তিনি। ১৯৯৩ সালে মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত জেলা আওয়ামীলীগের মহিলা সম্পাদিকা ছিলেন।

তার সহধর্মীনী কামরুল্লেহা আশরাফ দীনা নেত্রকোনা জেলা মহিলা আওয়ামীলীগের সভাপতি। নেত্রকোণা জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সদস্য। তিনি দি হলি চাইল্ড কিন্ডার গার্টেন এর অধ্যক্ষ। তিনি নেত্রকোনাস্থ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, ডায়েবেটিক সমিতি, পাবলিক লাইব্রেরি, রাইফেলস ক্লাব এবং শিল্পকলা একাডেমীর আজীবন-সদস্য।

মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু ২০০৮ সালেও ১৫৮ নেত্রকোনা সদর-২ (নেত্রকোনা সদর ও বারহাটা) এর জাতীয় সংসদ সদস্য ছিলেন। তিনি দ্বিতীয়বারের মতো ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদের একই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ৭ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেন।

— সুজি কুমাৰ
০৩.০২.১৯